পতাকা বৈঠকে ছাড়া পেলেন বাংলাদেশ-ভারতের ৩ নাগরিক

মেহেরপুরের ইসাখালী সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ভারত ও বাংলাদেশে আটক উভয় দেশের তিন নাগরিককে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (১১ আগস্ট) দুপুর ২টার দিকে বিজিবি ও বিএসএফের ক্যাম্প কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার ইছাখালী সীমান্ত এলাকা থেকে আব্দুল মান্নান (৭০) নামের এক বাংলাদেশি কৃষককে ধরে নিয়ে যায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। এ ঘটনার প্রতিবাদে সীমান্ত এলাকায় অবস্থানরত দুই ভারতীয় কৃষককে আটক করে স্থানীয় গ্রামবাসী। পরে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে উভয় দেশের আটক তিন নাগরিককে ছেড়ে দেওয়া হয়।

স্থানীয়রা জানায়, আব্দুল মান্নান দীর্ঘদিন ধরে সীমান্তসংলগ্ন প্রায় দেড় বিঘা জমিতে কাঁচা মরিচসহ বিভিন্ন ফসল চাষ করে আসছেন।

মঙ্গলবার সকালে নিজের মরিচ খেতে কীটনাশক স্প্রে করতে গেলে বিএসএফ সদস্যরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে সীমান্ত এলাকায় অবস্থানরত দুই ভারতীয় কৃষককে আটক করে নিয়ে আসে স্থানীয়রা।

আব্দুল মান্নান ইছাখালী মসজিদপাড়ার মৃত নূর বক্সের ছেলে।

আর আটক দুই ভারতীয় নাগরিক হলেন—সচিন কর্মকার ও নারায়ণ দেব।

আব্দুল মান্নানের নাতি ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ জানান, দাদাকে বিএসএফ ধরে নিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়ার পর তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তাকে ছেড়ে না দেওয়ায় স্থানীয়রা দুই ভারতীয় কৃষককে ধরে নিয়ে আসে। পরে বিষয়টি সমাধানে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজমুল হাসান জানান, পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে আটকদের ছেড়ে দিয়েছে উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী।

পতাকা বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন ইছাখালী বিজিবি বিওপির

ক্যাম্প কমান্ডার সুবেদার আবু হানিফ এবং বিএসএফের পক্ষে নেতৃত্ব দেন নব চন্দ্রপুর কম্পানি কমান্ডার ইন্সপেক্টর রাজীব কুমার।

কুষ্টিয়া সীমান্ত দিয়ে ১৪ নাগরিককে হস্তান্তর

অবশেষে ভারতের উড়িষ্যার ১৪ নাগরীককে কুষ্টিয়া সীমান্ত দিয়ে ভারতের বিএসএফের কাছে তুলে দিলেন বিজিবি। গতকাল দুপুরের দিকে কুষ্টিয়া মিরপুর ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি কুষ্টিয়া সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীর মাধ্যমে তাদেরকে ভারতে প্রেরণ করে।

কুষ্টিয়ার মিরপুর ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি জানান, সীমান্ত আইন ও আন্তর্জাতিক রীতি লঙ্ঘন করে বিএসএফ দ্বারা ১৪ জন ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশে (দর্শনা সীমান্ত দিয়ে) ঠেলে পাঠানোর ঘটনায় বিজিবি কঠোর প্রতিবাদ জানায়। এরই ধারাবাহিকতায় বিএসএফের ১৪৬ ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট শ্রী প্রেমপাল সিংয়ের উপস্থিতিতে রোববার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে তাদের ভারতের অভ্যন্তরে ফেরত পাঠানো হয়। তিনি আরো জানান, বিজিবির মোহাম্মদপুর কোম্পানি কমান্ডার ও বিএসএফের জলংগী কোম্পানি কমান্ডারের মাধ্যমে নারী, পুরুষ ও শিশুসহ মোট ১৪ জনকে পুশব্যাক করা হয়।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার রাতে তীব্র শীত, ঘন কুয়াশা ও অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ভারতের নদীয়া জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে বিএসএফ দর্শনা সীমান্ত অতিক্রম করে তাদের বাংলাদেশে পুশইন করে। পুশইন ব্যক্তিদের মধ্যে ছয়জন পুরুষ, ছয়জন নারী ও দু’জন শিশু ছিল বলে বিজিবি ও পুলিশ সূত্র নিশ্চিত করেছে।

পুশইনের পর দর্শনা হল্ট স্টেশনের কাছে একটি গাছতলায় তারা প্রচণ্ড শীত ও খাবারের অভাবে অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকলে বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে আসে। রাত আনুমানিক ১১টার দিকে খবর পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশ ও দর্শনা বিজিবির একটি টহল দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের উদ্ধার করে

এবং পরিচয় ও ঠিকানা সংগ্রহ করে।

পুলিশ ও বিজিবি জানায়, তারা ভারতের ওড়িষ্যা প্রদেশের জগশ্বরপুর জেলার বাসিন্দা। উদ্ধার ব্যক্তিরা হলেন- গুলসান বিবি (৯০), জব্বার আলি (৭০), আলকুম বিবি (৬৫), উকিল শেখ (৪৩), সাবেরা বিবি (৩৪), হাকিম আলি (৪৫), সামসেরা বিবি (৪২), শেখরাজ (৩২), মেহেরুন বিবি (২৫), রহিদ আলি (৩৪), শেখ বান্টি (২৮), শাকিলা খাতুন (১০), নাছরিন নেছা (১২) ও মো: তৌহিদ আলি (১৪)।

উড়িষ্যার বাসিন্দা বৃদ্ধ জব্বার আলি সাংবাদিকদের জানান, আমরা ভারতের নাগরিক। আমাদের কাছে নাগরিক কার্ড ও আধার কার্ড ছিল, সব কেড়ে নেয়া হয়েছে। শুধু মুসলিম পরিচয়ের কারণে আমাদের বাংলাদেশে ঠেলে দেয়া হয়েছে। এ দেশে আমাদের কেউ নেই, আমরা কোথায় যাবো?

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদি হাসান জানান, রাতেই ১৪ জনের নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করা হয় এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বিজিবির তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা-জীবননগর সার্কেল) মো: আনোয়ারুল কবির রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

দর্শনা বিজিবি সূত্র জানায়, উদ্ধার ১৪ জনকে শনিবার রাতেই কুষ্টিয়া ৪৭ বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়। তারা সবাই হিন্দি ভাষাভাষী এবং বাংলাদেশে তাদের কোনো আত্মীয়স্বজন বা পরিচিত কেউ নেই বলে জানিয়েছেন।

এ ঘটনায় সীমান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও পুশইন ইস্যুতে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে।

দর্শনা সীমান্তে ১৪ ভারতীয় নাগরিকের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ

একই পরিবারের নারী-পুরুষ, বৃদ্ধা ও শিশুসহ মোট ১৪ জন ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশী আখ্যা দিয়ে ভারতীয় বিএসএফ জোরপূর্বক

বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করিয়েছে বলে অভিযোগ করছে ভুক্তভোগীরা। গতকাল শুক্রবার সকালের দিকে দর্শনা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে তারা।

জানা গেছে, অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারীরা ভারতের উরিষ্যা প্রদেশের জগেশ্বরপুরের বাসিন্দা। তারা মুসলিম পরিবারের হওয়ার কারণে তাদেরকে জোরপূর্বক বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন ভারতীয় এই নাগরিরা।

তবে শুক্রবার সকালে বাংলাদেশর চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা সীমান্তে প্রবেশের পর আশে পাশে বিভিন্ন স্থানে ঘোরাফেরা করে পরে দর্শনা বাসস্ট্যান্ডে অবস্থান নিলে স্হানীয়রা তাদের কথা শুনে সাময়িক ভাবে খোলা স্থানে তাবু করে থাকার ব্যবস্থা করেন এবং খাবার ও শীতের বস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করেন। পরে বিষয়টি সন্ধ্যার পর জানাজানি হলে স্থানীয় সাংবাদিকরা ঘটনা স্থলে পৌঁছে তথ্য নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এরপর প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুলিশ, বিজিবি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং অনুপ্রবেশকারী ১৪ জন ভারতীয় নাগরিকের তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।

ভুক্তভোগীরা বলেন, আমরা জন্মসূত্রে ভারতের উরিষ্যা প্রদেশের জগশ্বরপুরের বাসিন্দা। কিন্তু আমার বাবা ছোট বেলায় আমার দাদার সাথে ভারতে চলে আসে। এরপর তিনি ভারতেই বড় হয়েছেন এবং আমাদের জন্মস্থান ভারতেই, আমরা ভারতীয় নাগরিক, আমাদের আধার কার্ড, রেশন কার্ড আছে কিন্তু ভারতীয় পুলিশ জোরপূর্বক সেগুলো কেড়ে নিয়েছে। আমরা সকলেই মুসলিম মোট ১৪ জন সদস্য একই পরিবারের পুরুষ ৫ জন, মহিলা ৫ জন, বাচ্চা ৪ জন।

ভারতীয় ১৪ জন নাগরিক হলো, ভারতের উরিষ্যা প্রদেশের জগশ্বরপুরের একই পরিবারের বাসিন্দা মৃত খাদিম খা’র মেয়ে গুলশান বিবি (৯০), মৃত শেখ হারুনের ছেলে শেখ জব্বার (৭০), মৃত শেখ হোসেনের মেয়ে আলকুম বিবি (৬৫), শেখ জব্বারের ছেলে শেখ উকিল (৪০), মৃত শফিক খানের মেয়ে সাবেরা বিবি (৩৫), শেখ উকিলের মেয়ে শাকিলা খাতুন (১১), শেখ জব্বারের ছেলে শেখ হাকিম (৪৫), মৃত শেখ ইসরাফিলের মেয়ে সামসেরি বিবি (৪০), শেখ জব্বারের ছেলে শেখ রাজা (৩০), মৃত শেখ আলিমের মেয়ে মেহেরুন বিবি (২৫), শেখ রাজার মেয়ে নাসরিন পারভিন
(১২) এবং দুই ছেলে শেখ তৌহিদ (১১) ও শেখ রহিদ (০২) এবং শেখ জব্বারের ছেলে শেখ বান্টি (২৮)।

# [redacted]

[redacted]

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[

ড্রেনগুলো সংস্কার করলে পানি নিষ্কাশনের কিছুটা উন্নতি হবে। নতুন ড্রেন করতে হলে সময় লাগবে। বরাদ্দ সীমিত হলেও কাজ চলমান রয়েছে।”
এ বিষয়ে জানতে কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক কাজী আনিসুল ইসলামের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ না করায় তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

ঝিনাইদহে নাগরিকরা পাচ্ছেন না প্রয়োজনীয় সেবা, বাড়ছে জনদুর্ভোগ

ঝিনাইদহের পৌরসভাগুলোতে নাগরিক সুবিধা নয়, বরং দূর্ভোগই যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে। নিয়মিত পৌর কর প্রদান করেও নাগরিকরা পাচ্ছেন না প্রয়োজনীয় সেবা। রাস্তাঘাট, ড্রেনেজ, পরিচ্ছন্নতা সব ক্ষেত্রেই বিরাজ করছে সীমাহীন অব্যবস্থা। স্থানীয়দের অভিযোগ, এসব পৌরসভা যেন শুধু কর আদায়ের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

ঝিনাইদহের মোট ৬টি পৌরসভা। এর মধ্যে হরিণাকুন্ডু বাদে বাকি ৫টি পৌরসভাই প্রথম শ্রেণীর। এই পৌরসভাগুলোতে বর্তমানে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ মানুষ বসবাস করেন, যাদের অধিকাংশই প্রতিনিয়ত নাগরিক সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিভিন্ন এলাকা ঘুরে এমন চিত্রই চোখে পড়েছে।

হরিণাকুন্ডু পৌর এলাকা ঘুরে দেখা যায় পুরো এলাকার সড়কজুড়ে খানাখন্দ। বর্ষায় এসব রাস্তায় চলাফেরা রীতিমতো দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। পৌরসভার সামনেই নেই সঠিক ড্রেনেজ ব্যবস্থা। পরিস্থিতি দেখে মনে হয়, জনদুর্ভোগ নয়, বরং উদাসীনতাই যেন প্রশাসনের অভ্যস্ততা। এদিকে মহেশপুর পৌরসভার চিত্র একই। বছরের পর বছর কোনো সড়ক সংস্কার হয়নি। অনেক এলাকায় নেই সড়কবাতি, ফলে রাত নামতেই পুরো শহর ঢেকে যায় অন্ধকারে। পৌর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানিনিষ্কাশন ব্যবস্থা সবকিছুতেই চোখে পড়ে চরম বিশৃঙ্খলা।

স্থানীয়রা বলছেন, কর দিয়ে শুধু দায়িত্ব পালন করছেন তারা, কিন্তু

সেবার জায়গায় অব্যবস্থা ছাড়া কিছুই পাচ্ছেন না। অনেকেই বলছেন, ইউনিয়ন পরিষদের সেবাও এর চেয়ে ভালো।

এ বিষয়ে পৌর এলাকার বাসিন্দা রাজুল ইসলাম বলেন, “প্রতিদিন রাস্তায় চলতে গিয়ে পায়ে কাদা লাগে, কখনো পড়ে গিয়ে আহতও হয় মানুষ। বছরের পর বছর ধরে একই অবস্থা। আমরা কর দিই, কিন্তু সেবা কই?” দীর্ঘদিন ধরে সড়ক সংস্কার হয়নি।

মহেশপুর পৌরসভার স্থানীয় বাসিন্দা রুহুল আমিন বলেন, “আমাদের এলাকায় সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বের হওয়া দায় হয়ে পড়েছে। চারদিকে অন্ধকার, রাস্তার অবস্থাও খারাপ। পৌরসভার লোকজন আসলে শুধু কর তুলতে জানে, কাজের বেলায় নেই।”

সচেতন নাগরিক এম রায়হান বলেন, “নামমাত্র উন্নয়ন কার্যক্রম দিয়ে মানুষের চোখে ধুলা দেওয়া যাবে না। সময় এসেছে বাস্তব নির্ভর টেকসই পরিকল্পনায় এগিয়ে যাওয়ার।”

এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায় জানান, “পৌরসভাগুলোর উন্নয়ন কার্যক্রম নিজস্ব অর্থায়নে চলে। ইতিমধ্যে প্রশাসকদের জরুরি প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।”

মহেশপুর সীমান্তে মাদকদ্রব্য ও বাংলাদেশী নাগরিক আটক

ঝিণাইদহের মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ নিমতলা বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার মেইন পিলার-৭৪/২-এস হতে বুধবার বিকাল আনুমানিক ২.১৫ মিনিটের সময় সীমান্তের ৬০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রাঙ্গেরপোতা গ্রামের মাঠের ভুট্টা ক্ষেতের মধ্যে হতে নায়েব সুবেদার মোঃ একরামুল হক এর নেতৃত্বে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে আসামী বিহীন ৩৬ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়।

অপরদিকে কুসুমপুর বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার-৬১/১৬-আর হতে বুধবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.৩৫ মিনিটের সময় ৩০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চাপাতলা গ্রামের মোঃ রফিকুল ইসলাম এর গোলাপ বাগানের সামনে পাকা রাস্তার উপর নায়েব সুবেদার মোঃ আবুল হাসান খান এর নেতৃত্বে নিয়মিত টহল পরিচালনা করে বাংলাদেশী নাগরিক শিমুল মল্লিক (৪৭) নামের একজনকে আটক করে। আটককৃত ব্যক্তি চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার ডাবুয়া গ্রামের অরুন মল্লিকের ছেলে জানান।

মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সিমান্তে পৃথক দুটি অভিযানে আসামীবিহীন ৩৬ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল উদ্ধার ও বাংলাদেশী নাগরিক শিমুল মল্লিক নামের একজনকে আটক করা হয়। আটককৃত ব্যক্তিকে মহেশপুর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

জাতীয় নাগরিক পার্টি কেন্দ্রীয় সংগঠক মেহেরপুরের ছেলে সাকিল

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) কেন্দ্রীয় সংগঠক নির্বাচিত হয়েছেন মেহেরপুরের গাংনীর ছেলে অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ।

সাকিল আহমাদ গাংনী উপজেলার কড়ইগাছি বামন্দী গ্রামের রুহুল আমিনের ছেলে।

রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে ২৮ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করা নতুন ছাত্র-নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দল ‘জাতীয় নাগরিক পার্টির’ কমিটিতে গাংনীর এই কৃতি সন্তান স্থান পান।

সাকিল আহমাদ কুষ্টিয়ার একটি ক্যাডেট মাদ্রাসা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ঢাকার টঙ্গি তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা থেকে আলিম পাস করেন। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সব পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ পেয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। পরে রাজধানীর নর্দান ইউনিভার্সিটি থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন।

সেখানেও তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ছাত্রজীবন থেকেই সাকিল আহমাদ সাংবাদিকতা শুরু করেন। ঢাকার কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় অনলাইন পোর্টাল ও পত্রিকায় কাজ করেন। পরবর্তীতে শিক্ষা জীবন শেষ করে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। বর্তমানে তিনি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে কর্মরত আছেন।

সাকিল আহমাদ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শুরু থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

এদিকে অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) কেন্দ্রীয় সংগঠক নির্বাচিত হওয়ায় মেহেরপুর জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ, সদস্য সচিব মোজাহিদুল ইসলামসহ নাগরিক কমিটির নেতৃবৃন্দ ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ঝিনাইদহে জাতীয় নাগরিক কমিটির মতবিনিময় সভা

ঝিনাইদহ জাতীয় নাগরিক কমিটির এক বিশেষ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সকালে জাতীয় নাগরিক কমিটি জেলা শাখার আয়োজনে শহরের নতুন হাটখোলা এলাকায় সংগঠনটির জেলা কার্যালয়ে এ সভার আয়োজন করা হয়।

এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা নাগরিক কমিটির প্রধান সংগঠক নাসির আল সাদী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা তারিক রেজা। আরও উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা নাগরিক কমিটির নেতা তারেক বাবু, আরেফিন কায়সার, আলাউদ্দিন জোয়ারদার, শাম্মী পারভিন, হাবিবুর রহমান, মুজাহিদুল ইসলাম, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য

সচিব সাইদুর রহমান ও সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মনির হোসেন।

এছাড়াও কোটচাঁদপুর উপজেলার জাতীয় নাগরিক কমিটির মামুন, মোকলেসুর, হাবিবুর, মহেশপুর উপজেলার আবুল কালাম আজাদ, হরিণাকুণ্ডু উপজেলার আলমগীরসহ বিভিন্ন উপজেলার নেতৃবৃন্দ সভায় অংশ নেন।

সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ নাগরিক অধিকার ও সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে মতামত প্রদান করেন এবং জাতীয় নাগরিক কমিটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেণ।